14

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 16 MAR 1996
পৃষ্ঠা - ৩ কলাম - ৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

# ভিসি প্যানেল ও ৩৩ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন নিয়ে মামলার নিষ্পত্তি হয়নি

চঃ বিঃ হতে আবদুল মালেক ঃ চট্টগ্রাম ভার্সিটির সিনেট সভা ও ভিসি প্যানেল নির্বাচন এবং সিনেটে ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মামলা বিগত প্রায় ৬ মাস পরেও নিষ্পত্তি হয়নি। ফলে আগামী জুন মাসে চলতি বছরের বার্ষিক সিনেট অধিবেশন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর সিনেট সভা না হলে বার্ষিক বাজেটসহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তাবলী নেয়া সম্ভব হবে না। এতে করে ভার্সিটির সার্বিক কার্যক্রম বিপর্যস্ত ও আইনের শাসন বিপন্ন হতে পারে। চঃ বিঃ ভিসি আর আই চৌধুরীর ভিসি পদের ৪ বছর মেয়াদ গত বছর ৩০ ডিসেম্বর শেষ হওয়ার প্রেক্ষাপটে নতুন ভিসি নিয়োগের লক্ষ্যে ভিসি প্যানেল নির্বাচনের জন্যে শিক্ষকবৃন্দ ও সিনেট মেম্বারদের জোর দাবীর মুখে গত বছর ২৬ ডিসেম্বর চঃ বিঃ সিনেটের বিশেষ সভা আহবান করা হয়েছিলো। সে সভাকে চ্যালেঞ্জ করে চঃ বিঃ ফরেস্ট্রির অধ্যাপক ডঃ কামালউদ্দিন ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রভাষক ডাঃ সৈয়দ আহমদ ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় হাইকোর্টে রীট করেন। এর প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের তখনকার অবকাশকালীন বেঞ্চ সিনেটের সে বিশেষ সভার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে সেদিন নতুন ভিসি প্যানেল নির্বাচন সম্ভব না হওয়ায় সরকার আর আই চৌধুরীকে আবারো দায়িত্বভার অর্পণ করে। এদিকে চঃ বিঃ সিনেটের সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছিলো ১৯৮৬ সালে। বিগত ১০ বছর যাবত আর সিনেট নির্বাচন না হওয়ায় ১০১ সদস্য বিশিষ্ট সিনেটের সদস্যসংখ্যা বিভিন্ন কারণে বর্তমানে ৬৮-তে ঠেকেছে। নতুন সিনেট নির্বাচনের জন্যে শিক্ষকবৃন্দের দীর্ঘ আন্দোলনে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ গত বছর ৩০ নভেম্বর চঃ বিঃ সিনেটে ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন ঘোষণা করে। কিন্তু এই নির্বাচনকেও চ্যালেঞ্জ করে আরবী বিভাগে পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ আবদুল গফুর চট্টগ্রাম জেলা জজ আদালতে মামলা দায়ের করলে আদালত সে নির্বাচনেও নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে সে নির্বাচনও হয়নি। এরপর বর্তমানে প্রায় ৬ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। জানা যায়, এই পর্যন্ত উক্ত মামলা দু'টির কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। ফলে ভার্সিটির শিক্ষক, সিনেট ও সিন্ডিকেট মেম্বারগণ চলতি বছর নির্ধারিত সময়ে সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলে আশংকা করছেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৮৬ সালে নির্বাচিত বর্তমান সিনেট প্রতিনিধিগণ ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট লংঘনের অভিযোগ করেন। তারা বলেন, ১৯৯১ সালে তৎকালীন ভিসিকে অন্যায়ভাবে অপসারণ করে সরকার ১৮৯৭ সালের এক ঔপনিবেশিক কালাকানুনে আর আই চৌধুরীকে সরাসরি ৪ বছরের জন্য নিয়োগ করে, যা '৭৩ এ্যাক্ট-এর সরাসরি লংঘন। এই নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রীট করা হলেও বিচার বিভাগের দীর্ঘসূত্রতার কারণে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসি ৪ বছর মেয়াদ অতিক্রম করে। ২৬ ডিসেম্বরে সিনেট সভায় নিষেধাজ্ঞার ফলে আবারো '৭৩ এ্যাক্ট লংঘনের মাধ্যমে ভিসি পদের মেয়াদ অবৈধভাবে দীর্ঘায়িত হয়ে চঃ বিঃ-তে আইনের শাসন লংঘিত হবার আশংকা করছেন অভিজ্ঞমহল।